নির্বাহী সার সংক্ষেপ

সমকালীন বিশ্বে কপিরাইট একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কপিরাইটের গুরুত্ব অনুধাবন করে আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে 'কপিরাইট আইন ২০০০' প্রণয়ন করা হয়। আইনটি অধিকতর যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০০৫ সালে সংশোধিত হয়। বর্তমানে কপিরাইট বিষয়ে সকল শ্রেণীর জনগণের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় ও কপিরাইট বিষয়ক কাজকর্মের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় কপিরাইট আইনটি হালনাগাদ ও সংশোধনের প্রয়োজন অনুভুত হয়। এ উদ্দেশ্যে বিগত ০২ জুন, ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কপিরাইট আইন যুগোপযোগীকরণ ও সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (পতাকা-ক)। পরবর্তীতে কপিরাইট আইন সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে কয়েকটি সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের মতামত/সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। উক্ত মতামত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইন/বিধিসমূহ পর্যালোচনা করে কপিরাইট আইনের বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও বিয়োজনপূর্বক প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। খসড়াটি আরও পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক কপিরাইট আইন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত করে (পতাকা-খ)। উক্ত কমিটি কর্তৃক খসড়াটির খুঁটি-নাটি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা শেষে সংশোধনীটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে পূর্বের ১০৮টি ধারার মধ্যে ৬৭টি ধারা সুবিন্যস্ত, আংশিক সংশোধন বা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। একটি নতুন অধ্যায়সহ নতুন ৭টি ধারা সংযোজন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীটিতে মোট ২৭৬টি উপধারা রয়েছে যার মধ্যে ৩৩টি নতুনভাবে সংযোজিত। এছাড়া ১১৭টি দফার মধ্যে ২২টি নতুন দফা সংযোজিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংশোধনীসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- সময়ের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু নতুন সংজ্ঞা- যেমন নৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, রিলেটেড রাইটস, পাবলিক ডোমেইন, সংকলক, লোক-জ্ঞান, লোক-সংস্কৃতি ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে (ধারা-২, উপদফা-৪৯-৫৬, পৃষ্ঠা-০৮)।
- অগোছালো, দুর্বোধ্য ও জটিল ধারাগুলো ভেঙ্গে সুবিন্যস্ত ও সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (যেমন-ধারা-৫, ১২, ১৪, ৩৫, ৪১, ৫১-৫৪ ও ৬৯-৭২)।
- লোক-জ্ঞান ও লোক-সংস্কৃতির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি নতুন অধ্যায় ৭ক সংযোজিত হয়েছে। এর ফলে দেশের লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও বিভিন্ন অভিব্যক্তিসমূহ সুরক্ষায় সুযোগ সৃষ্টি হবে (ধারা-৪০ক, পৃষ্ঠা-২৯)।
- ছাপানো হরফে প্রকাশিত যে কোন বই দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের পড়ার উপযোগী নয় যেমন- ডিজিটাল টকিং বই, ব্রেইল বই, অ্যাকসেসিবল ইলেক্ট্রনিক টেক্সট অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য

প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কপিরাইট আইনে (COPYRIGHT EXEPTION) সুযোগ রাখা হয়েছে। কপিরাইট আইনের এই পরিবর্তন SDG GOAL-এ উল্লিখিত সবার জন্য একীভূত শিক্ষা অর্জনে সহায়ক হবে (ধারা-৭২, উপদফা-২৮, পৃষ্ঠা-৫৯)।

- পূর্ববর্তী আইনে আইনটি বাস্ড়বায়নের জন্য এনফোর্সমেন্টের কোন বিধান ছিল না। প্রস্তাবিত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাস্তি ও জরিমানা বৃদ্ধি, টাস্কফোর্স গঠন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়েছে (ধারা-৯৩ক, পৃষ্ঠা-৭০)।

কপিরাইট (সংশোধিত) আইন ২০১৭ - এ বার্ন কনভেশন, প্যারিস কনভেনশন ও WIPO (World International Property Organization)- এর মূল ভিত্তি ও দর্শন যেন প্রতিফলিত হয় তার উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।